[illegible]

(evsjv-bengali -البنغالية)

[illegible]

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

إذا سألت فاسأل الله

(باللغة البنغالية)

إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

যখন চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে সমুদ্র ভ্রমণে বন্ধুর আমন্ত্রণ, না করতে পারেনি সাজিদ। অল্প সময়ের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ল। প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বাহনে চেপে বসল। সী-ট্রাকের ছাদে দাঁড়িয়ে চারিদিকের মোহনীয় সব দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারাবার পালা। প্রকৃতি এত সুন্দর? এত অপরূপ মহান স্রষ্টার সৃষ্টি? এ যে কল্পনাকেও হার মানায়। উপরের নীল আকাশ সাগরের রূপালী জলরাশিতে নীল চাদর বিছিয়েছে যেন, কি অপরূপ নীলাভ করে তুলেছে তাকে। বহুদূর থেকে ছুটে আসা দক্ষিণা সমীরণ তরঙ্গ তুলে আরো মোহনীয় করে তুলেছে। সমুদ্র গভীর থেকে জেগে উঠা তরঙ্গরাজি মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের সাক্ষ্য দিচ্ছে যেন। সী-ট্রাকের প্রাচীরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির হিল্লোল দেখছে আর বিস্ময়াভিভূত হচ্ছে সাজিদ। কেবল মহান আল্লাহর দ্বারাই এই সৃষ্টি সম্ভব। যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ, জমিন, পাহাড়, সমুদ্র... সবকিছু। সাজিদ ভাবছে আর আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পরিস্থিতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে চারিদিক দেখছে আর উদ্বেলিত হচ্ছে। দেখছে সমুদ্র বুক চিরে সী-ট্রাক অপূর্ব ভঙ্গিমায় এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ পানে। সেই সৌন্দর্য্য আরোও উপভোগ করার জন্য নিচের দিকে তাকাল সাজিদ। বিশাল এক ঢেউ আছড়ে পড়ল সী- ট্রাকের গায়। প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠল সী-ট্রাক। সাজিদ শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারল না, আর অমনি বিপদ আপতীত হল। সিটকে গিয়ে পানিতে পড়ল সাজিদ। বিপদ আরো তীব্রতা লাভ করল। কারণ সে ভাল সাতার জানে না। বাঁচাও! বাঁচাও! করে সাজিদ স্বজোরে চিৎকার জুড়ে দিল। এ দিকে বিশাল বিশাল ঢেউও যেন তাকে পরাভূত করতে একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। বজ্রধ্বনির ন্যায় গর্জন করে ডাকতে লাগল ইয়া জিলানি! ইয়া দাসুকি! ইয়া গাউসুল আজম! ইয়া খাজাবাবা... তার ধারণায় এরা তাকে উদ্ধার করতে পারবে। সে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করছে আর বিকট আওয়াজে চিৎকার করছে। এরই মাঝে নাফিসের দৃষ্টি

তার উপর পড়ল। নাফিস, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সের শক্ত-সমর্থ এক পৌঢ় বীর। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। সফরের সহযাত্রী। সী-ট্রাকের ছাদে বসে ছিলেন। দেরি না করে লাইফ জ্যাকেট পরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মুহূর্তের মাঝে পুরো সী-ট্রাকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। যাত্রীরা সকলেই সী-ট্রাকের ছাদে উঠে আসল। এবং যার যার মত উদ্ধার কাজে সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হল। ডিঙ্গি নৌকা পানিতে ফেলা হল। উদ্ধার কর্মীরা বীর নাফিসের সাথে যোগ দিল এবং সাজিদকে সী-ট্রাকে উঠাতে সাহায্য করল। আল্লাহর মেহেরবানীতে এক সময় উদ্ধার কর্ম সমাপ্ত হল। আল্লাহর ইচ্ছায় সাজিদ নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেল। বন্ধু নাবিল তাকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। এরপর উভয়ে মিলে সাজিদের মৃত্যু হতে মুক্তির উপকরণ বানিয়ে আল্লাহ তাআলা যাকে পাঠিয়েছেন সেই বীর-বিক্রম মহান ব্যক্তিত্বকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সী- ট্রাকের এক কোনায় তাকে তাকে তার আবিষ্কার করল। তোয়ালে দিয়ে শরীর মুচছেন। সাজিদ দৌড়ে গিয়ে তার সাথে মুআনাকা করে বলল, জানি না আমার দ্বারা আপনার ঋণ পরিশোধ সম্ভব হবে কিনা। আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।
সাজিদের কথা শোনে সুন্দর করে হাসলেন। এবং উপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। অত:পর আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, [বৎস! তোমার জীবন রক্ষার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর আমার প্রত্যাশা, তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে সে মূল্য তুমি পরিশোধ করবে।]
নাফিস সাহেবের কথাগুলো শুনে সাজিদ আশ্চর্য্যবোধ করল, ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় তাঁর দিকে তাকালো। নাফিস সাহেব কথা চালিয়ে গেলেন, তুমি সমুদ্রে পড়ে ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করছিলে আর জিলানি, দাসুকি, খাজাবাবা ও গাউসুল আজমকে উদ্ধার করার জন্য চিৎকার করে ডাকছিলে। তোমার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।

সাজিদ : তাদের কাছে ফরিয়াদ করায় দোষের কি হয়েছে? তারা কি আল্লাহ তাআলার ওলি নন? বিপদ, মুসিবত ও সংকটের মুহূর্তে ডাকলে সাহায্যে এগিয়ে আসেন? তারাইতো আমার ডাকে সাড়া দিয়ে উদ্ধারের জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন। এ কথা বলা সাজিদ হাসল।

এত বড় বিপদে পড়ে আহত হওয়া সত্তেও সাজিদের মনে আলোচনা চালিয়ে যাবার তীব্র আকাঙ্খা জাগলো।

নাফিস বললেন : এই আলোচনাতো তুমি পরেও করতে পারবে। তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরাতো অনেক সময় পাচ্ছি। আর যদি চাও আলোচনা চলতে পারে।

সাজিদ নাফিস সাহেবের কথায় সায় দিল। কারণ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল।

সেদিনই সন্ধ্যার দিকে সী-ট্রাকের ছাদে সাজিদের সাথে নাফিস সাহেবের দেখা হল। সাজিদ কিছুটা সুস্থতা অনুভব করছে।

নাফিস সাহেব কথা শুরু করলেন : সম্ভবত তুমি বিশ্রাম নিয়েছ। সাজিদ মাথা নাড়িয়ে জবাব দিয়ে বলল, আল-হামদু লিল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ...।

সাজিদ বলল, আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, সে সম্বন্ধে একটি হাদিস আপনার স্মরণে আছে নিশ্চয়ই।

নাফিস সাহেব : কি সেটি?

সাজিদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور.

অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে পেরেশান হলে, কবর বাসীদের সাহায্য প্রার্থনা কর।' আপনি কি এই হাদিস অস্বীকার করতে পারবেন?

নাফিস : কোনো মুসলমানের পক্ষেই রাসূলুল্লাহর একটিমাত্র হাদিসকেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, হাদিসটি সহিহ হতে হবে।

আর তুমি যদি বর্ণিত হাদিসে গিভীরভাবে চিন্তা কর তাহলে দেখবে এটি প্রাজ্ঞ হাদিস বিষারদবর্গের সর্বসম্মতি মতে জাল ও বানোয়াট। অনুরূপভাবে কোরআনের মর্মেরও পরিপন্থী। কেননা ইস্তেআনার অর্থ

হচ্ছে , সাহায্য প্রার্থনা করা। আর সূরা ফাতেহাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের শেখাচ্ছেন। [وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] আরবি সাহিত্যের ধারা অনুযায়ী বাক্যটি আমাদেরকে হসর তথা সীমিতকরণের ধারণা দিচ্ছে। অর্থাৎ , আমরা কেবল তোমারই [আল্লাহর] সাহায্য চাই। সুতরাং সাহায্য কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া যাবে। অন্য কারে কাছে নয়। এখন তুমি বল , তোমার উদ্ধৃত হাদিস কি কোরআনের মর্মের বিপক্ষে যাচ্ছে না ? কোরআন যা বলছে তার বিপরীত ধারণা দিচ্ছে না ?

আমরা কি প্রতিদিনই প্রতিটি সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ছি না এবং যে কোনো ভাবেই হোক এ ধারণা বার বার পাচ্ছি না ?

হে বন্ধু ! এই হাদিস একজন মাত্র সাহাবিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। এ ধরনের বক্তব্য না কোনো সাহাবি দিয়েছেন কখনো , না কোনো তাবেয়ি। হাদিস সংকলকদের কেউ , নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন বলেও তথ্য পাওয়া যায়নি।

সাজিদ : এটি হাদিস শাস্ত্রের বিখ্যাত পন্ডিত আল্লামা আজলুনি কর্তৃক রচিত ‘কাশফুল খাফা ’ গ্রন্থে আছে।

নাফিস : তোমার কথা ঠিক। তবে আল্লামা আজলুনি রহ . কাশফুল খাফা রচনা করেছেন , ‘জয়িফ’ ও মানুষের কাছে প্রশিদ্ধ হয়ে যাওয়া ‘মওজু’ হাদিস থেকে সহিহ হাদিসকে আলাদা করবার জন্য। তাই তাতে অনেক মওজু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। জাল হাদিস রচনাকারীদের আল্লাহর কাছে তওবা করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

সাজিদ : তাহলে হাদিসটি মওজু ! কথাটি সাজিদ এমনভাবে বলল যেন কিছুতে সে ডুবে যাচ্ছে। হঠাৎ নাফিস সাহেবকে প্রশ্ন করে বসল। তাহলে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন ? আল্লাহ বলছেন,

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

তখন তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল।[সূরা কাসাস:১৫] এই আয়াত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, মুসিবতে আক্রান্ত হলে মৃত ও অনুপস্থিতদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয।
নাফিস: বুঝতে পারছি। তুমি আসলে জায়েয সাহায্য প্রার্থনা ও নিষিদ্ধ সাহায্য প্রার্থনার মাঝে পার্থক্যটি ধরতে পারনি।
সাজিদ: উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে তাহলে?
নাফিস: পার্থক্য স্পষ্ট, আপাত দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। প্রাজ্ঞ আলেমবৃন্দ সেটি উল্লেখ করেছেন। অনিষ্টি প্রতিরোধ ও লড়াই জাতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান, জীবিত ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ থেকে সাহায্য কামনা করা জায়েয।
আর কঠিন বিপদাপদ যেমন অসুস্থতা, পানিতে ডুবে যাওয়া -যা ক্ষাণিক আগে তোমার বেলায় ঘটেছিল- ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যেসব বিষয়ের উপর মানুষের ক্ষমতা নেই সেসব ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ে মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করাও নিষিদ্ধ। নাফিস সাহেব ও সাজিদ সী-ট্রাকের একটি কোনায় গিয়ে মুখোমুখি দুটি আসনে বসল।
সাজিদ: তাহলে, আমরা কি জীবত মানুষের নিকট সাহায্য চাই না? মৃত ওলী-আউলিয়াদের রূহও এমনই। এগুলো (অক্কাপ্রাপ্ত অলীদের রূহ) কোষমুক্ত তরবারির মত। সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে এরা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। কতৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওলীরা বিশাল ক্ষমতাশালী।
নাফিস: আগে তুমি আমাকে বল, তোমাকে এসব তথ্য কে দিয়েছে? কে বলেছে ওলীদের আত্মা কোষমুক্ত তরবারির মত? আল-কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে এসব কথার সনদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে নেই। যতবার আমরা তাঁর আলোচনা করি অথবা কবর যিয়ারত করি তাঁর প্রতি দরূদ পড়ি, তাঁকে সালাম

[illegible]

[illegible]

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 42 (الزمر:42)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 22 (فاطر:22)

[illegible]

[illegible]

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿117﴾(المائدة:117)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿5﴾ (الأحقاف:5)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নাফিস সাহেব দাড়ানো। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে আর দু’হাতে দু’টো চায়ের পেয়ালা।
সাজিদ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কিছু বলার জন্য নাফিস সাহেবের দিকে তাকালো। বলল, আমার ফুফুর বিয়ে হয়েছে অ-নে-ক দিন আগে। সন্তানাদি হচ্ছিল না। ডাক্তার কবিরাজসহ চেষ্টা-তদবিরের কোনো দিক তিনি বাকি রাখেননি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। যখন যে যা বলেছে সে দিকে দৌড়িয়েছেন। ফলাফল শূন্য। উপায়ান্ত না পেয়ে সর্বশেষ জিলানির মাজারে গেলেন। আর একটি সুন্দর ছেলে জন্ম নিল। আচ্ছা এ ঘটনাটা কি প্রমাণ করে না যে, মৃতদের কতৃত্ব অবশিষ্ট থাকে?
নাফিস সাহেব তড়িৎ জবাব দিলেন, আগে তুমি বল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পর মানুষের আমল সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনিতো আমাদের বলেছেন,
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
মানুষ যখন মারা যায় তিনটি ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, (সেই আমলত্রয়ী হচ্ছে) সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। [সহিহ মুসলিম :৩০৮৪]
রাসূলুল্লাহর বক্তব্য অনুযায়ী জিলানির মৃত্যুর পর তাঁর আমল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর তোমার ফুফুর সন্তান লাভ করা হচ্ছে, মহান আল্লাহর দান। তিনিই তাকে তা দান করেছেন। তোমার উচিত এ নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাঁর স্বীকৃতি প্রদান করা।
দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া জিলানির নয়। হাদিসে বর্ণিত আমলগুলোর সাওয়াব মৃত্যুর পরও চলমান থাকে। এগুলোছাড়া মৃত্যুর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।
একটু চিন্তা করে দেখোতো, যেসব বিষয়ে জীবিতদের ক্ষমতা নেই সেসব বিষয়ে বুঝি মৃতরা ক্ষমতাবান? অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন,
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿22﴾ (فاطر:22)

আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়; নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না। [সূরা ফাতির :২২]

খুবই মন্দ ও পরিতাপের বিষয়, লোকেরা অনেক সময় এমনসব কাজের বর্ণনা মানুষকে শোনায়, বাস্তবতার নিরিখে যার কোনো ভিত্তিই নেই। সম্পাদনকারীরা এসব কাজকে নিজেদের চোখে সুন্দর দেখে তাই যারা এগুলোকে তাদের নিকট সুন্দর বলে উপস্থাপন করে তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে বড় মনে করে।

কাউকে কবরে নেওয়া হল আর সে আরগ্য লাভ করল। হতে পারে বাস্তবিক পক্ষেই সে আরগ্য লাভ করেছে। কিন্তু সেই আরগ্য লাভে মৃত ব্যক্তি মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে এ কথা কোনোভাবেই মানা যায় না। আচ্ছা! আমরা হর হামেশা দেখি যে, কাদেরিয়া তরিকার অনুসারীরা নিজেদের শরীরে ধারালো ছুরি বিদ্ধ করে আর কিছু লোক এই কাজকে তাদের বৈশিষ্ট্য ও কারামত বলে বিশ্বাস করে। এদিকে শরীরে তরবারি বিদ্ধ করার ব্যাপারে হিন্দুদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপি। তারা বাঁশের ধারালো কুঞ্চি দ্বারা গন্ডদেশ ও শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত করে এমনকি সেসব কুঞ্চি শরীরের একদিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অন্য দিক দিয়ে বের করে আনে। এখন কাদেরিয়াদের সেই কাজ যদি কারামত হয় তাহলে হিন্দুদের এইসব কাজকেতো মু’জেজা বলতে হবে।

সাজিদ! বাস্তবতা হচ্ছে দুই দলের কারো কাজের সাথে দ্বীনে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এইসব কাজ হতে দ্বীনকে পবিত্র ও মুক্ত করা অতীব জরুরি।

সাজিদ: তবে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানি তাঁর এক কবিতায় বলেছেন,

مريدي إذا ما كان شرقا و مغربا أغيثه إذا ما صار في أي بلدة

আমার মুরিদ, প্রাচ্যে অবস্থান করুক কিংবা পাশ্চাত্যে, যে দেশেই সে অবস্থান করুক না কেন আমি তাকে সাহায্য করে থাকি।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿62﴾

নাফিস: পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা করার উৎসাহ দিয়ে অসখ্য আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষই জানে মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি আর হাদিস কোরআনে বর্ণিত সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ কোনো বিষয়ে নিজেকে যখন অক্ষম দেখতে পায় তখন তাদের কাছ থেকে সাহায্য চায়। অনিষ্ট দূর কিংবা কল্যাণ সাধনের জন্য চিরাচরিত অভ্যাস বহির্ভূত পন্থায় তাদেরকে ডাকে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি শোন,
একদল লোক গাড়ীতে চলমান অবস্থায় প্রবল ঝড়ে আক্রান্ত হল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে তাদের একজন শায়খ রেফায়িকে ডাকাডাকি শরু করল: ইয়া সাইয়্যেদানা, ইয়া রেফায়ি। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল। এই প্রার্থনাকারী যদি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সম্যক জ্ঞাত আল্লাহকে ডাকত যার নিকট কোনো কিছুই গোপন নয় তাহলে ভাল কাজ করত। কিন্তু সে তা না করে সাইয়্যেদ রেফায়িকে ডাকল, যিনি নিজ কবরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। তার এই কাজের অর্থই হচ্ছে, সে বিশ্বাস করে যে রেফয়ি তার ডাক শুনতে পাবেন এবং সাথে সাথে এখানে এসে তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম। সুতরাং এই আহ্বানকারী রেফায়ির এমন যোগ্যতা ও গুণের বিশ্বাস মনে স্থান দিল যা মূলত মানুষের গুণাগুণের উর্ধ্বে। যেমন, জীবন, জ্ঞান, শ্রবন, দর্শন, ইচ্ছা, রহমত ও কুদরত। আর জীবন হচ্ছে মৃত্যুর বিপরীত। সে যদি রেফায়িকে জীবিত মনে না করত তাহলে তাকে ডাকত না এবং সাহায্যও প্রার্থনা করত না। তার এই কাজটি যদি সঠিক ও শরিয়ত সম্মত হত তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিরাও সঙ্কট-মুসিবতের সময় এমনটি করতেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে এমন একজন সাহাবিকেও পাওয়া যাবে না যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর মৃত্যুর পর ফরিয়াদ করেছেন।

[illegible]

[illegible]: [illegible]! [illegible]? [illegible]? [illegible], ([illegible])

قُــلْ لَا أَمْلِــكُ لِنَفْسِــي نَفْعًا وَلَا ضَــرًّا إِلَّا مَا شَــاءَ اللَّهُ وَلَــوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُــونَ 188

[illegible] [[illegible]]

[illegible]

[illegible]: [illegible]? [illegible]

[illegible]: [illegible],

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ 15 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ 16

[illegible] [[illegible]]

[illegible] ثُمَّ [illegible] ثُمَّ [illegible]

নেই। সম্বোধনটি ব্যাপক , সব মানুষের মত নবী -রাসূলগণও এর ভেতর শামিল।

হাদিসে এসেছে ,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما لي أراك منكسرا؟ فقلت يا رسول الله! استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء الحجاب، وأحيا أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمن عليّ أعطك، فقال: يا رب! تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب: إنه سبق مني: أنهم إليها لا يرجعون. أخرجه الترمذي وابن ماجة

সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা . থেকে বর্ণিত , তিনি বলতেন, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাক্ষাত করলেন। আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন , কি ব্যাপার , তোমাকে মনভাঙ্গা দেখাচ্ছে ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ , আমার বাবা শহিদ হয়েছেন। তিনি পরিজন ও কিছু ঋণ রেখে গেছেন। বললেন, আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে তোমার পিতার সাথে স্বাক্ষাত করেছেন আমি কি সেই বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ দেব ? আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। বললেন , আল্লাহ তাআলা কারো সাথে কেবল পর্দার পেছন থেকেই কথা বলেন। তিনি তোমার পিতাকে জীবিত করে বলেছেন , হে আমার বান্দা আমার কাছে আশা কর , (কিছু চাও) আমি তোমাকে দেব। তিনি বললেন , হে রব , আমাকে জীবিত করে দিন , যাতে আপনার নামে আবারো নিহত হতে পারি। আল্লাহ বললেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে যে , তারা তাতে প্রত্যাবর্তিত হবে না। [তিরমিজি , ইবন মাজাহ]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه مسلم

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা . থেকে বর্ণিত , নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন , তোমাদের কেউ মারা গেলে প্রত্যহ সকাল -বিকাল তার ঠিকানা তার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। ব্যক্তি যদি জান্নাতবাসী হয় তাহলে জান্নাতবাসী থেকে আর

[illegible]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أفضل أيـامكم يـوم الجمعـة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخـــة، وفيه الصـــعقة، فـــأكثروا علي من الصلاة فيه فـإن صـلاتكم معروضة علي، قـالوا : يا رسـول الله وكيف تعـرض صـــلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولـــون: بليت، قـــال: إن الله حـــرم على الأرض أجساد الأنبياء . أخرجه أبو داود وابن ماجة.

[illegible]

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ
(11)

[illegible]

দেখাই যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর থেকে বের হওয়ার ধারণা এই আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা।

সাজিদ : সেটি কিভাবে ?

নাফিস : জানা কথা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। এইটি হচ্ছে প্রথম মৃত্যু। অত:পর আমরা এই দুনিয়াতে একবার মৃত্যু বরণ করব। আর মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন। এখন মৃত্যুর পর কবর থেকে নবীজী বা নেককার ব্যক্তিবর্গের ফিরে আসার ধারণা পোষণ করা মূলত এই আয়াতের বিরোধিতা করা। তখন মৃত্যু দুইটি হবে না, হবে তিনটি।

সাজিদ : চমৎকার যুক্তি আপনার। তবে হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীরিকভাবে নন রূহের মাধ্যমে সাহায্য করেন। অনুরূপ আউলিয়া কেরামও তাদের রূহের মাধ্যমে সাহায্য করেন।

নাফিস : ভাই সাজিদ ! জানিনা কোত্থেকে এসব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসে। অথচ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ। আল্লাহ তাআ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাই আমাদের দায়িত্ব হল ইবাদতের মাধ্যমে তার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়া এবং এককভাবে তার ইবাদত করা। এখন তিনি বিদ্যমান থাকতে আমাদের তিনি ভিন্ন অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার দরকারটি কি? তাছাড়া রাসূলুল্লাহর এই হাদিসটির প্রতি একটু লক্ষ্য কর।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن هذه الآية: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿169﴾ (آل عمران:169) فقال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيئ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه مسلم

সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাহাবিরা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে
জিজ্ঞেস করলেন ,
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 169﴾ (آل عمران:169)
অর্থাৎ , আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে , তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না , বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেয়া হয়। [সূরা আলে ইমরান :১৬৯]
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , তাদের আত্মাসমূহ একটি সবুজ পাখির পেটে অবস্থান করবে, আরশের সাথে ঝুলন্ত তাদের অনেকগুলো প্রদীপ থাকবে। জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা তারা বিচরণ করবে। অত:পর সেই প্রদীপের কাছে আশ্রয় নিবে। তাদের রব তাদের দিকে মনোনিবেশ করে জানতে চাইবেন। বলবেন , তোমরা কি কিছু চাও ? তারা বলবে , কি চাইব আমরা ? আমরাতো মনের ইচ্ছামত জান্নাতের ভেতর বিচরণ করে বেড়াই ? আল্লাহ তাআলা পর পর তিনবার এরূপ প্রশ্ন করবেন। তারা যখন বুঝতে পারবে যে , কিছু না চাওয়া অবধি তাদের ছাড়া হবে না। তখন বলবে , হে রব ! আমরা চাই আমাদের আত্মাসমূহ পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হোক আর আমরা আবারো আপনার রাস্তায় নিহত হই। আল্লাহ যখন দেখবেন তাদের কোনো প্রয়োজন নেই , তখন তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। [সহিহ মুসলিম]
এই হাদিস থেকে জানা যায় ,
(১) তারা স্বীয় রবের কাছে আত্মা শরীরে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করল। মৃত্যুর পর আত্মা শরীর থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এটি তার প্রকৃষ্ট দলিল।
(২) তারা শাহাদাতের বিশাল প্রতিদান প্রত্যক্ষ করার পর আবারো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জন্য দুনিয়াতে ফিরে আশার কামনা ব্যক্ত করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু তাদেরকে তা নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ দায়িত্ব ও কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে , বাকি আছে কেবল প্রতিদান। এখন প্রশ্ন হল , তারা স্বীয় রবের নিকট এত সম্মনিত ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও

[illegible]

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154)

[illegible]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)

[illegible]

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)

[illegible]

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
(21)

আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর। আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে। [সূরা নাহল: ১৯-২১] এমন অনেক লোক আছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে নিজেদের মন্দ স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। এবং মানুষের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কোরআনের বহু আয়াতকে গোপন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত এবং তাদের সাথে তাঁর সময়ে সময়ে দেখা-সাক্ষাত হয় মর্মে প্রচারণা চালিয়ে লোকদের বিভ্রান্ত করে। এমনকি তাদের কেউ কেউ এমনও বলে যে, তিনি হচ্ছেন তদন্তকারীদলের মুখপাত্র। শায়খের চারিপার্শ্বে কে আছে পর্যবেক্ষণ করেন।
সাজিদ: আল্লাহ ইচ্ছা করলে কি জিলানি, দাসূকি, মেহদার প্রমুখকে ফরিয়াদকারীর সাহায্য করার ক্ষমতা দিতে পারেন না?
নাফিস: আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই বলে তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থ দ্বারা এসব বক্তব্যের সমর্থনে দলিল উপস্থাপন করা ঠিক হবে না। আমাদের সম্মুখে এতসব আয়াত বিদ্যমান থাকতে কার সাধ্য আছে সেসব মাশায়েখের বিশেষ ক্ষমতা আছে মর্মে দাবি করতে পারে? প্রেরিত নবী-রাসূলগণসহ আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা। আর তিনি আমাদের রব ও মালিক। মনিবের সম্মুখে গোলাম কোনো কিছুরই মালিক হতে পারে না। মহান আল্লাহর সম্মুখে সকল মানুষের অবস্থাও তাই। চাই তারা নবী-রাসূলই হোন না কেন।
নাফিস: ভাই সাজিদ!
সাজিদ: জ্বি?
নাফিস: গাইরুল্লাহকে ডাকা ও তাদের কাছে যাহায্য প্রার্থনা সম্বন্ধে অনেকগুলো বিষয়ে তোমার একটু

[illegible]

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿83﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿84﴾ (الأنبياء:83-84)

[illegible]

[illegible] [[illegible]:[illegible]-[illegible]]

[illegible]. [illegible],

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿87﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿88﴾ (الأنبياء:87-88)

[illegible] [[illegible]:[illegible]-[illegible]]

[illegible]. [illegible],

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿33﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿34﴾ (يوسف:33-34)

[illegible] [[illegible]: [illegible]-[illegible]]

[illegible]. [illegible],

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿38﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿39﴾ (آل عمران: 38-39)

[illegible]

সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী। [সূরা আলে ইমরান : ৩৮-৩৯] মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿89﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿90﴾ (الأنبياء:89-90)

আর স্মরণ কর জাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী। [সূরা আম্বিয়া :৮৯-৯০]

৫. মূসা ইবন ইমরান আলাইহিস সালাম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿88﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿89﴾ (يونس:88-89)

আর মূসা বলল, হে আমাদের রব, আপনি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে। তিনি বললেন, তোমাদের দোআ কবূল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না। [সূরা ইউনুস :৮৮-৮৯]

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿106﴾(يونس:106)

[illegible]

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿213﴾ (الشعراء: 213)

[illegible]

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿88﴾ (القصص:88)

[illegible]

নাফিস : আজ থাক, এ ব্যাপারে আমরা অন্য সময় কথা বলব। বা -রাকাল্লাহু ফী -কা।

সাজিদকে বিদায় জানিয়ে নাফিস নিজের স্যুটে ফিরে গেলেন। মন -মস্তিষ্ক নানা চিন্তা ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। এই বন্ধুর জন্য বিস্ময় , সহানুভূতি ও আনন্দ সব একসাথে ভর করেছে চেতনায়।

উঠে গিয়ে আলমিরা থেকে প্যাড ও কলম নিয়ে বন্ধু সাজিদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত চিঠি লেখতে বসে পড়লেন।

প্রতি ,

সাজিদ ... যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে।

প্রিয় বন্ধু ,

উম্মতের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিতাকাঙ্খিতা যাবতীয় সন্দেহ - সংশয়ের উর্ধ্বে। তাদের জন্য তার সীমাহীন স্নেহ - দয়া -সহানুভূতির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহের অবকাশ নেই। কেন নয় , তিনি তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় , নির্ভেজাল আন্তরিকতায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। চেষ্টা -শ্রমের সবটুকু নিংড়ে দিয়েছেন তিনি হেদায়েতের পথে আমাদেরকে আহ্বান করতে গিয়ে। সেই মহানুভব নবী যদি তোমাকে ও আমাকে কোনো নির্দেশ দান করেন, তাহলে তাঁর সেই নির্দেশকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া যে কোনো বিচারেই ওয়াজিব হবে। আর তিনি পরিস্কার করে বলেছেন ,

إذا سألت فاسأل الله.

অর্থাৎ , যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। [তিরমিজি ২৪৪০ ও আহমাদ ২৫৩৭]

নবীজীর অবদান ও ত্যাগের কথা স্মরণে থাকলে আমি নি :সন্দেহে বলতে পারি , তোমার অন্তর তীব্র ব্যাথা , যন্ত্রণা , পরিতাপ ও নিদরুণ দহণে দগ্ধ হবে যখন গাইরুল্লাহর নিকট কাউকে প্রার্থনা করতে শুনবে।

কবরে শায়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট দোয়া করতে দেখবে এবং তারই মত আরেকজন মানুষের দারস্থ হতে দেখবে।

প্রিয় ভ্রাতা! তুমি কি বদওয়ি, মিহদার, দাসুকি, জিলানি, খাজাবাবা ও জান্নাতি যুবাদের নেতা হোসাইনের মাজারে মানুষের সমাবেশ ও গাড়ি বহরগুলো দেখছ না? দেখছ না কি রহমতের সমীরে আশ্রয় নেওয়ার কি প্রানান্তকর চেষ্টায় রত তারা। রহমতের শীতলতা উপভোগ করার জন্য কি শ্রম। আচ্ছা তারা কি সফলতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ? নাকি অকৃতকার্য? অথচ হোসাইনের নানাজান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন,

إذا سألت فاسأل الله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে।

বলতো, তারা কি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে না গাইরুল্লাহর কাছে?

প্রিয় বন্ধু! আমার সাথে আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো তো, তিনি বলছেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿186﴾

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। [সূরা বাকারা :১৮৬]

তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ, কেন তিনি নিকটে? আহ্বানকারীর আহ্বানে কেন তিনি সাড়া দান করেন? তিনি ব্যতীত অন্যকে ডাকার জন্যে? নাকি কেবল তাঁর দারস্থ হয়ে তাঁরই নিকট দোয়া করার জন্যে?

তোমার বিবেক কে প্রশ্ন কর। সিদ্ধান্ত তার কাছে জিজ্ঞেস কর।

আল্লাহ তাআলার বাণী মন দিয়ে শোন, আল্লাহ বলছেন,

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿14﴾

[illegible]

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ
15

[illegible]

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 16

[illegible]

সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী। [সূরা রা 'দ:১৬]
না, আল্লাহর শপথ, দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান কখনো এক হতে পারে না।
প্রিয় ভাই, এই আয়াতগুলো কি তুমি শুনেছ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না স্পষ্টতায় সেগুলো খুবই তীব্র ও ক্ষুরধার? এগুলোর পরও কি আরো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে? এতদসত্তেও কিছু লোককে বলতে শুনবে,

ناد عليا مظهر العجائب   تجده عونا لك في النوائب

আলিকে ডাকো বিস্ময়কর বিষয়াদির প্রকাশকর্তা, সঙ্কট ও বিপদে পাবে তোমার সাহায্যকর্তা।
অপর একদল আছে, দেখবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে লোহার গ্রীল ঝাপটে ধরে অঝরে কাঁদে কিংবা সাইয়্যেদা জয়নব, খাজাবাবার কবরে গিয়ে গড়াগড়ি খায়, আশা ও ভয় করে, আর খন্ড খন্ড কবিতা আবৃত্তি করে বলে,

لمثل هذا يذوب القلب من كمد   إن كان في القلب إسلام وإيمان

এদের তরে বিবর্ণতা মুক্ত হয়ে অন্তরাত্মা বিগলিত হয়, থাকে যদি তাতে ঈমান ও ইসলাম দ্যুতিময়।
আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বত কিংবা পরকালের চিন্তায় তুমি কাঁদতেই পার, দূরাবস্থার জন্য দুশ্চিন্তা করতেই পার। তাই বলে কি আল্লাহর জমিনে দাঁড়িয়ে গাইরুল্লাহকে ডাকবে?
আওলাদে রাসূল, ইমামুল আয়িম্মা ইমাম জাফর সাদেকের বক্তব্যটি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কর। তিনি বলেছেন,
আল্লাহর শপথ, আমরাতো কেবলই গোলাম সেই সত্ত্বার যিনি আমাদের সৃষ্টি ও (হেদায়েতের জন্য) মনোনীত করেছেন। আমরা নিজেদের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ কিছুরই ক্ষমতা রাখি না। তিনি যদি আমাদের প্রতি রহম করেন তাহলে সেটি করেন তাঁর করুণায়। আর যদি শাস্তি প্রদান করেন তাহলে আমাদের পাপের কারণে। আল্লাহর শপথ, তাঁর উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব (বা দাবি) নেই।

ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا   وأنك تلقى باطل القول لجلجا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿35﴾

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿60﴾
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ

الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿61﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
﴿62﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿63﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿64﴾

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible],

﴿أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿60

[illegible]? [illegible]

﴿أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿61

[illegible]? [illegible]

﴿أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿62

[illegible] ? [illegible]

﴿أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿63

[illegible]? [illegible]

أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿64﴾

[illegible]? [illegible], [illegible]

[illegible],

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿213﴾

[illegible], [illegible], [illegible] [[illegible]:[illegible]]

[illegible]-[illegible]

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿26﴾

[illegible], [illegible] [[illegible]:[illegible]]

[illegible]? [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]? [illegible]?

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194)

[illegible]

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31)

[illegible]

বলবে, ‘আল্লাহ ’। সুতরাং , তুমি বল , ‘তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না ’? [সূরা ইউনুস :৩১]

قُـلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـ ﴿84﴾ ونَ يَقُولُونَ لِلَّهِ قُـلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُ قُـلْ ﴿85﴾ ونَ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيـ ﴿86﴾ م
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُـ ﴿87﴾ قونَ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِـيرُ
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـ ﴿88﴾ ونَ يَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُ ﴿89﴾ ونَ

বল, ‘তোমরা যদি জান তবে বল , ‘এ যমীন ও এতে যারা আছে তারা কার ?’অচিরেই তারা বলবে , ‘আল্লাহর ’। বল, ‘তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?’বল, ‘কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব? তারা বলবে , ‘আল্লাহ ’। বল, ‘তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না ?,বল, ‘তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব , যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই ? যদি তোমরা জান। তারা বলবে, ‘আল্লাহ ’। বল, ‘তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ? [সূরা মুমিনূন : ৮৪-৮৯]

আয়াতের শেষাংশ فَـأَنَّى تُسْـحَرُونَ [তবুও তোমরা কীভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ ?] একটু গভীরভাবে অনুধাবন করতো। লোকেরা রাত্রি অতিবাহিত করেছে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়।

সাজিদ -কোরআন তেলায়াত, সালাত আদায় , সদকা, আল্লাহর ওলিদের তরে কান্নাকাটি , তাদের মুহাব্বত এবং তাদের সাথে সাক্ষাত করার সময় - তোমার অন্তরে প্রশ্ন জাগতে পারে , এই সব ইবাদত আল্লাহর নিকট নিষ্ফল হয়ে যাবে ? আমি বলি , হ্যাঁ , আল্লাহর কসম , এগুলো সবই তোমাকে উত্তম ফল দিবে , আল্লাহর নিকট তোমার বড় পুঁজি এগুলো। তবে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে সামান্য মনোনিবেস কর।

আল্লাহ বলছেন ,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿106﴾

তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে , তবে (ইবাদাতে) করা অবস্থায়। [সূরা ইউসুফ : ১০৬]

জান, এই আয়াতের অর্থ কি ? অর্থ হচ্ছে , অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে , তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা বলে স্বীকৃতিও প্রদান করেছে , এতদসত্তেও তারা তাঁর সাথে শিরককারী যদিও তারা সালাত আদায় করে , সিয়াম পালন করে। কারণ তারা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَـالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَـذُوا مِنْ دُونِـهِ أَوْلِيَـاءَ مَا نَعْبُـدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُــونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿3﴾

[illegible]

[illegible]

করতে পারেনি। আয়াতের শেষাংশ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ কর।

প্রিয় ভাই, তুমি কি আল্লাহর কিতাব পড়েছ? তার থেকে কিছু হৃদয়ঙ্গম করেছ? গভীরভাবে চিন্তা করেছ? তার আয়াত সমূহে পর্যবেক্ষণ করেছ কি?

তুমি কি তা উপেক্ষা করবে? এই অমনোযোগিতা কতদিন চলতে থাকবে?

পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করেছ কি? কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তার জন্য? আল্লাহর কাছে নিজ ব্যাপারে কি অজুহাত দাঁড় করাবে? নিজেকে বাঁচানোর জন্য কি যুক্তি উপস্থাপন করবে?

আল্লাহর তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রতি নির্দেশকারী বহু অকাট্য আয়াত শুনলে, এখন তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে?

হিসাব-নিকাশের দিন উম্মত সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি। যারা ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবে, প্রতিটি উম্মতকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে।

হাশর-নশর সম্পর্কে ভেবেছ কিছু?

হিসাব ও প্রতিদান সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি?

ভেবেছ কি, সেই দিন তুমি হবে একাকি। কোনো সাথি-সঙ্গী নেই। নেই কোনো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহমর্মী। সাথী হবে কেবল সম্পাদিত নেক আমল।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿34﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿35﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿36﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿37﴾

সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। [সূরা আবাসা:৩৪-৩৭]

পরিশেষে বলি হে আমার প্রিয় ভাই, দীনি দায়িত্ববোধ থেকে আমি তোমার নিকট বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে চিঠিটি প্রেরণ করলাম। আশা করছি তুমি বিবেক ও বোধ দিয়ে সেগুলো অনুধাবনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

রাসূলের বংশধর হতে আগত ইমামগণ অনুরূপভাবে আল্লাহর নেকবান্দা ওলি-আউলিয়াগণ আমাদের ইমাম। তাঁরা দীনদারি , তাকওয়া-পরহেজগারি , ইসলামি সভ্যতা ও রাসূল প্রদর্শিত আদর্শে নিজেদের গড়েছেন। আল্লাহর চাহিদার কাছে নিজেদের বিলীন করে তাঁর হুকুম -আহকাম পালন করেছেন সর্বোচ্চ আন্তরিকতায়। উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান তারা। কিন্তু আল্লাহর প্রশ্নে
তারা তাঁর বান্দা। তাঁর ইবাদত করাই তাদের দায়িত্ব।
কুল মানবতার সাথে তারাও সেই নির্দেশে নির্দেশিত।
তারাও আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের সম্বোধিত

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿56﴾

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। [সূরা জারিয়াত :৫৬]
সুতরাং তারা আল্লাহর প্রশ্নে অন্য সকল মানুষের ন্যায় তাঁর বান্দা। রব নয়। অতএব তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও দোয়া করা বৈধ নয়।
আল্লাহ তোমাকে ও আমাকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন। শত কোটি দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তার পরিবার -পরিজন ও সাহাবাদের উপর।

(লেখাটি আল-বয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ছায়াবলম্বনে লেখা হয়েছে।)

সমাপ্ত